কালের কণ্ঠ

12 NOV 2016
কলাম

নেত্রকোনার বিয়াম স্কুল হাঁটছে অন্ধকার পথে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি ▷

নেত্রকোনার একমাত্র ইংলিশ ভার্সন বিদ্যাপীঠ ওয়েসিস বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল। বিয়াম (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) ফাউন্ডেশন ও জেলা প্রশাসনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই স্কুলটি এখন হাঁটছে অন্ধকার পথে। এর কারণ অনুসন্ধানে প্রশাসনের উদাসীনতা, শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব-গাফিলতি, পাঠদান পদ্ধতির নানা ত্রুটির তথ্য বেরিয়ে এসেছে। স্কুলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবক ও স্থানীয় সচেতন মহল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

স্কুল সূত্রে জানা যায়, ২০০৩ সালে শহরের লেডিস ক্লাবে ওয়েসিস বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল চালু করেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো. আজিজুর রহমান। পরের বছর অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে পৌর এলাকার বারহাট্টা রোডে প্রায় এক একর জমিতে প্লে গ্রুপ থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত স্কুলটির কার্যক্রম শুরু করেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক হোসাইন জামিল। স্কুলটি চালুর বছর বিয়াম ও জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা এবং ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চালুর একটি যৌথ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জেলা প্রশাসক, তাঁদের সহধর্মিণী (যোগ্যতার ভিত্তিতে), ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্য কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যেই স্কুলটি শহরের অভিভাবক থেকে শুরু করে সব মহলের নজর কাড়ে। ভালো ফলাফলের কারণে শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় উঠে আসে স্কুলটি। শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় তিন শর কাছাকাছি। অথচ নানা কারণে স্কুলটি এখন বন্ধ হওয়ার পথে। এদিকে এক যুগ পার হলেও এখনো স্কুলটির পরিধি বাড়ানো হয়নি।

একাধিক অভিভাবকের অভিযোগ, স্কুলে শিক্ষক ১২ জন ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪০ জন। আগে প্রতিটি শ্রেণিতে দুজন শিক্ষক ছিলেন। এখন একজন শিক্ষক একা পড়াতে গিয়ে হিমশিম খান। প্রতিটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থী কমে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় থেকে সাতে। আগে নার্সারি ও কেজিতে একাধিক শাখা থাকলেও এখন সেখানে একটি শাখাই চলছে না। শ্রেণি উন্নয়ন না করায় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা হতাশায় বাংলা ভার্সনে ভর্তি হচ্ছে।

অভিভাবকরা আরো অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের মধ্যে শুধু গ্রুপিং। নাই পাঠদানের মনিটরিং। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগে প্রতিদিন কোনো না কোনো কর্মকর্তা স্কুল পরিদর্শনে এলেও এখন কেউই আসেন না। কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে ইংরেজি চর্চার প্রবণতা কম। পরিচালনা পরিষদের সভা ছয় মাসেও একবার হয় না। প্রশাসনের মনিটরিং থাকলে তাঁরা (শিক্ষকরা) এসব করতে পারতেন না বলে অভিভাবকদের মত। স্কুলের দুরবস্থার জন্য প্রভাবশালী দুই শিক্ষকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তাঁরা।

অভিভাবকরা জানান, নেত্রকোনার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ সাজ্জাদুল হাসান। স্কুলটির সার্বিক উন্নয়ন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁর (সচিব) সুদৃষ্টি কামনা করেছেন অভিভাবকরা।

এ ব্যাপারে স্কুলের অধ্যক্ষ মো. শরিফ উদ্দিন জনবল সংকটের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'আমি এনডিসি হয়ে জেলা প্রশাসনের বাইরে, আবার একা স্কুলের নিয়মিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করাও সম্ভব না। সে কারণে একজন অভিজ্ঞ লোককে (উপাধ্যক্ষ) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।' নতুন করে স্কুলটিকে সাজানোর কাজ শুরু করেছেন বলে জানান অধ্যক্ষ। এদিকে উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মতিন্দ্র সরকার বলেন, 'অভিভাবকরা অভিযোগ নিয়ে কখনো আমার কাছে আসেন না। তাঁরা আসেন কার সন্তান নম্বর কমবেশি পেয়েছে তা নিয়ে।' তিনি উল্টো অভিযোগ করে বলেন, 'জেলা প্রশাসন আমার কথা শোনে না। আমি আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত আছি। পরে চলে যাব।'

স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ড. মুশফিকুর রহমান জানান, দ্রুত তদারকি বাড়ানো হবে। শ্রেণি উন্নয়ন চেষ্টার পাশাপাশি স্কুলের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে।